

সত্যজিৎ রায়ের ছবি

# গণশত্রু

হেনরিক ইবসেন-এর নাটক অবলম্বনে

# গণশত্রু

চিত্রনাট্য • সংগীত • পরিচালনা: সত্যজিৎ রায়

ক্যামেরা  
বরুণ রাহা  
শিল্প নির্দেশক  
অশোক বোস  
সম্পাদক  
দুলাল দত্ত  
শব্দগ্রহণ  
সুজিত সরকার  
অতিরিক্ত শব্দগ্রহণ  
জ্যোতি চ্যাটার্জি  
অনুপ মুখোপাধ্যায়  
মেক-আপ  
অনন্ত দাশ  
প্রধান কর্মসচিব  
অনিল চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা  
ভানু ঘোষ  
সুরজিৎ সেনগুপ্ত  
সুধাংশু চ্যাটার্জি  
স্থিরচিত্র  
নিমাই ঘোষ  
হীরক সেন  
আবহসংগীত রেকর্ডিং  
সুশান্ত ব্যানার্জি  
বি-রেকর্ডিং  
হিতেন্দ্র ঘোষ  
অন্তর্দৃশ্যাগ্রহণ  
ইন্দ্রপুরী স্টুডিও  
ইন্সট্রুম্যানকালার  
জেমিনি কালার  
ল্যাবরেটরিজ

সহকারীবৃন্দ  
পরিচালক  
রমেশ সেন  
সুব্রত লাহিড়ী  
রমেন চ্যাটার্জি  
বিশেষ সহকারী  
সন্দীপ রায়  
তথ্য সংগ্রহ  
নির্মাল্যা আচার্য  
সংগীত  
অলোক দে  
ক্যামেরা  
অনিল ঘোষ  
জ্ঞানচাঁদ রিখি  
সুদামা রাম

শিল্প নির্দেশক  
ভোলা মালি  
শতদল মিত্র  
সম্পাদনা  
কাশীনাথ বোস  
কে.মনি  
মেক-আপ  
বিশু দাশ  
শব্দগ্রহণ  
মহেন্দ্র রাম  
সাজসজ্জা  
বাবলু দাশ  
রতনলাল  
ব্যবস্থাপনা  
বলাই আড়া  
ত্রৈলোক্য দাশ

প্রযোজনা

ন্যাশনাল ফিল্ম ডিভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

অফ ইন্ডিয়া লিঃ

পরিবেশনা

জগৎ সিং দুগার

অভিনয়ে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় • ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় • দীপঙ্কর দে • কুমা গুহঠাকুরতা • মমতাশঙ্কর  
শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় • মনোজ মিত্র • তীক্ষ্ণ গুহঠাকুরতা • সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় • রাজারাম যোগিনিক

এবং

মনু মুখার্জি • কমল দেব • সোমনাথ মজুমদার • পূর্ণেন্দু মুখার্জি • প্রভাত মুখার্জি • গোবিন্দ মুখার্জি  
অজিত চ্যাটার্জি • তিনু ঘোষ • বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য • শুভাশিস দত্ত • প্রবীর গাঙ্গুলী • প্রমোদরঞ্জন প্রসাদ  
পূর্ণ চট্টোপাধ্যায় • সুনীল নাথ • কুমার সাহা • বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত • শুভাংশু মুখার্জি • অরূপ পাল চৌধুরী  
মসুর সেনগুপ্ত • শর্মী চক্রবর্তী • অশোক বেরা • পিনাকী ঘোষ • শঙ্কর পাত্র • সৌরীন মাইতি



## কাহিনী

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে চন্ডীপুর শহর। দুটি কারণে এই শহরের খ্যাতি। এক হল এর স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, আর দুই হল সম্প্রতি নির্মিত ত্রিপুরেশ্বরের মন্দির।

অশোক গুপ্ত চন্ডীপুরেই জন্মেছেন, এবং এখন এখানে ডাক্তারি করছেন। সত্যনিষ্ঠ, আদর্শবাদী, বিচক্ষণ ডাক্তার অশোক গুপ্ত। তাঁর সংসারে আছেন তাঁর স্ত্রী ও শিক্ষয়িত্রী মেয়ে।

চন্ডীপুরে অকস্মাৎ জনডিস, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের আবির্ভাব দেখে ডাঃ গুপ্ত বিস্মিত হলেন, কারণ চন্ডীপুরের জলে এতাবৎ কোনো গোলমাল দেখা দেয়নি।

ডাঃ গুপ্ত এটাও লক্ষ্য করলেন যে অধিকাংশ রুগী আসছে মন্দির যে এলাকায় সেই এলাকা থেকে। তিনি সেই অঞ্চলের জল পরীক্ষা করে দেখলেন যে সে-জল দূষিত।

ডাঃ গুপ্তর ছোটভাই নিশীথ চন্ডীপুরের পৌরসভার চেয়ারম্যান। ডাঃ গুপ্ত ভাইকে ডেকে পাঠালেন। নিশীথ এলো সঙ্গে তার বন্ধু মিঃ ভার্গবকে নিয়ে। ভার্গবের অথানিকুলোই ত্রিপুরেশ্বরের মন্দির তৈরি হয়েছে। অশোক নিশীথকে বললেন যে বোঝাই যাচ্ছে পানীয় জলের পাইপে ফাটল ধরায় তার সঙ্গে নর্দমার জল মিশছে; অতএব এখনই এই ফাটল কোথায় তা অনুসন্ধান করে সেটা সারানো হোক, এবং যতদিন তা না হয় ততদিন ত্রিপুরেশ্বরের মন্দির বন্ধ রাখা হোক, কারণ মন্দিরের চরণামৃত দূষিত হতে বাধা।

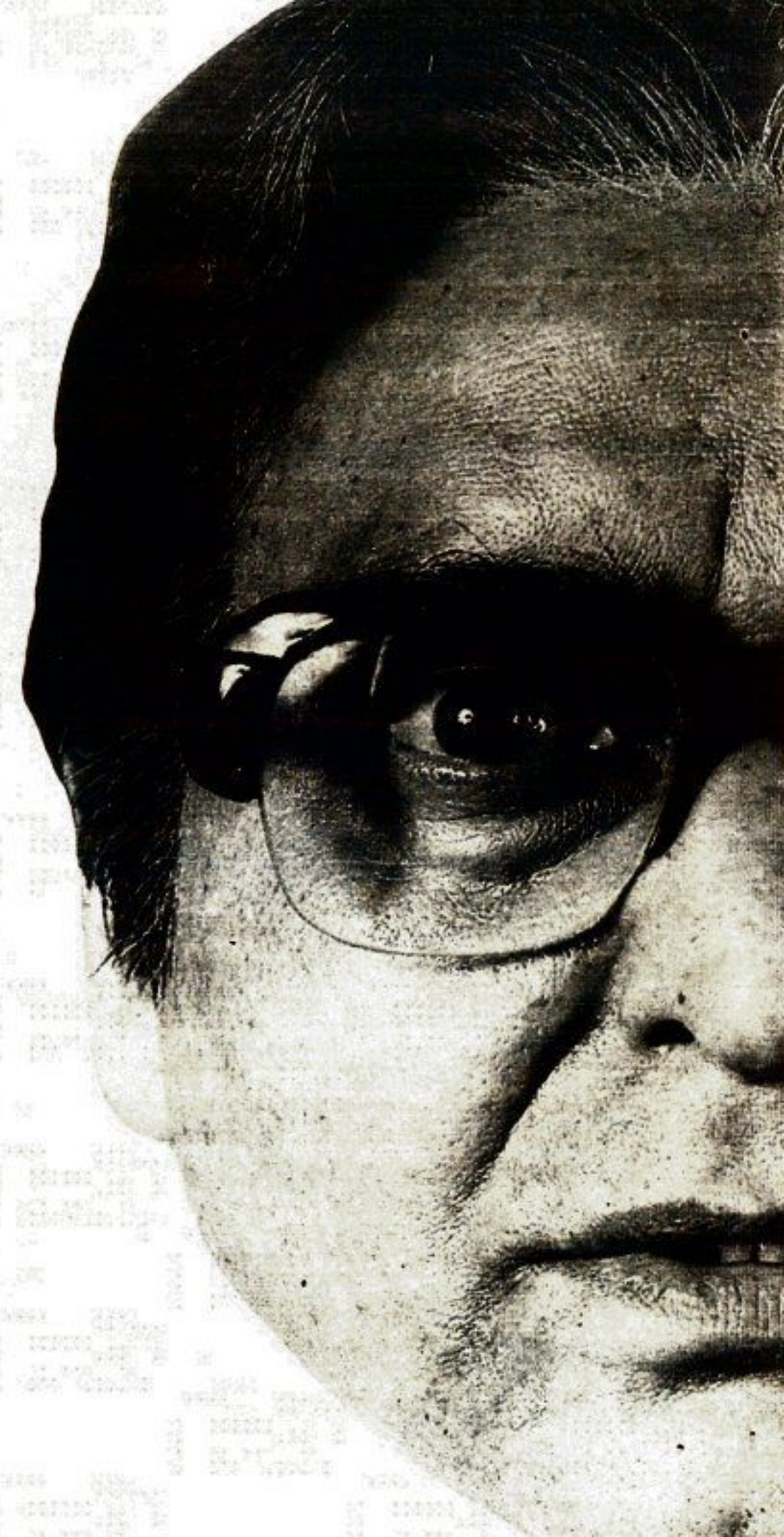
নিশীথ ও ভার্গব এই প্রস্তাব নাকচ করে দিল। তাদের মতে চরণামৃত কখনো দূষিত হতে পারে না। পাইপ মেরামত হবে ঠিকই, কিন্তু মন্দির বন্ধ থাকবে না।

ডাঃ গুপ্ত বুঝলেন যে যদি জনসাধারণকে এই সংকট সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা যায়, তাহলে তাদের চাপে হয়ত কাজ হতে পারে।

তিনি শহরের একমাত্র প্রগতিশীল দৈনিকের সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সমস্ত ব্যাপারটা বলে জিজ্ঞাসা করলেন এই সংকট সম্বন্ধে তাঁর একটি প্রবন্ধ সম্পাদক ছাপতে রাজি আছেন কিনা। সম্পাদক প্রথমে সম্মতি জানিয়ে পরে নিশীথের চাপে ও জনসাধারণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া আশংকা করে কথা ফিরিয়ে নিলেন।

ডাঃ গুপ্ত শেষ চেষ্টা দিলেন একটি জনসভার আয়োজন করে সেখানে বক্তৃতা দিয়ে। কিন্তু মন্দির বন্ধ রাখার প্রস্তাবে শ্রোতাদের দিক থেকে প্রবল আপত্তি উঠল। শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা ভঙ্গুল হয়ে গেল নিশীথের চক্রান্তে। ডাঃ গুপ্তর আর কোনো পথই খোলা রইল না, এবং তিনি গণশত্রু হিসাবে চিহ্নিত হলেন। চরম হতাশায় অশোক গুপ্ত স্থির করলেন তিনি চন্ডীপুর ছেড়ে চলে যাবেন।

কিন্তু সেটা আর তাঁকে করতে হলনা, কারণ তিনি অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে শহরের বহু শিক্ষিত তরুণ তাঁর পক্ষ নিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দোলন চালাতে প্রস্তুত।



National Film Development Corporation of India  
presents

# ganashatru

· PUBLIC ENEMY ·

a film by Satyajit Ray

from the play by Henrik Ibsen

distributed by Jagat Singh Dugar

**T**he story takes place in a small town in West Bengal called Chandipur which regularly draws a large number of visitors for its healthy climate and for the recently built temple of Tripureshwar which is considered to be particularly holy.

Dr Ashoke Gupta, a physician wholly dedicated to his profession, discovers that cases of jaundice, typhoid and other water-borne diseases have suddenly made their appearance in Chandipur. He also discovers that the cases are occurring mostly in the area where the temple stands. He sends a sample of the water for analysis. The report reveals that the water is full of bacteria.

Dr Gupta, who is an agnostic, immediately approaches his younger brother Nishith, who is the chairman of the Municipality, and suggests that the leakage should be immediately located and repaired, and the temple closed down until it is safe for the people to drink the holy water again.

He is strongly opposed not only by his brother, who is a believer, but also by Mr Bhargava, a rich businessman who built the temple and who is Nishith's friend and business partner.

A distraught Dr Gupta turns to the only newspaper in town, a supposedly progressive daily, to print an article

on the crisis. The editor turns him down for fear of public opinion.

The doctor now arranges a meeting where he hopes to inform the public verbally about the crisis. The meeting is wrecked by the machinations of Nishith and other vested interests. The doctor is branded as a heretic and a public enemy.

In deep despair, Dr Gupta decides to leave Chandipur, his birthplace and a town he loves. Finally, however, his faith is revived when he discovers that a whole group of young educated people of the town are all on his side and ready to fight for his cause and bring the bureaucrats to their senses.

